দৈনিক সংবাদ

SEP. 22 2002

মাদ্রাসা শিক্ষায় জনসংখ্যা বিষয়ক প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ

বশীর আহমাদ ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণশেষে অর্থ বিতরণে অব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রতি প্রশিক্ষণার্থী থেকে ১৫০ টাকা নাশতা বাবদ, রাজস্ব স্ট্যাম্প বাবদ ১০ টাকা কর্তন করে রাখা, প্রতি কোর্সে হল-মাইক ব্যবহার বাবদ খরচ না করেও ৮ হাজার টাকা বিল ভাউচার করা, এছাড়া জেলা শিক্ষা অফিসার প্রদত্ত তালিকার বাইরে ভুয়া লোক দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ড. এ.কে.এম ইয়াকুব হোসাইন এ দুর্নীতির মূল হোতা

মাদ্রাসা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৫

মাদ্রাসা ঃ জনসংখ্যা

(১২-এর পৃষ্ঠার পর)

বলে সূত্র জানিয়েছে। এ দুর্নীতি তদন্তের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর এম মোজাফফর হোসেনকে আহ্বায়ক করে ৩১শে জুলাই ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ই আগস্টের মধ্যে এ তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা থাকলেও তা এখনও জমা দেয়া হয়নি।

দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে প্রায় ৫৯টি জেলায়, মাদ্রাসা শিক্ষা ধারায় জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কাজ শেষ হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ প্রকল্পে কম করে হলেও ৭টি বিষয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

প্রতি জেলায় ১২০ থেকে ১৮০ জন ইবতেদায়ি ও মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষককে প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। অভিযোগ উঠেছে, প্রশিক্ষণার্থীদের জনপ্রতি ১০/১৫ টাকার নাশতা দিয়ে তাদের বিল থেকে ১৫০ টাকা কেটে রেখে আত্মসাৎ করা হয়েছে। নগদ টাকায় সম্মানী পরিশোধের সময় রাজস্ব ট্যাক্স বাবদ জনপ্রতি ১০ টাকা কেটে রাখা হয়েছে।

প্রতি কোর্সে হল, মাইক ও প্রজেক্টর ব্যবহার বাবদ ৮ হাজার টাকা বিল ভাউচার করা হয়েছে। অথচ এ খাতে কোন টাকাই খরচ করা হয়নি।

প্রতি কোর্সের প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্যাড, ফাইল, কলমসহ যেসব সামগ্রী কেনা হয় সেখানেও প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীদের শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ হোটেলে ছিল। অথচ সকলের নামে হোটেল থেকে ভুয়া রসিদ সংগ্রহ করে প্রতি কোর্সে হোটেলের ভাড়া দেখিয়ে হাজার হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে।

যশোরসহ অনেক জেলায় প্রশিক্ষণার্থীদের সম্মানী বাবদ ৪ হাজার টাকার স্থলে টাকার অংক না বসিয়ে সই নিয়ে তাদের সাড়ে ৩ হাজার টাকা দিয়ে বাকি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

এছাড়া অভিযোগ করা হয়েছে, জেলা শিক্ষা অফিসারের তালিকা অনুযায়ী সকলকে পত্র না দিয়ে প্রতি কোর্সে ৩০/৩৫ জন ভুয়া প্রশিক্ষণার্থী দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে সেট ৪০ থেকে ৫০ লাখ টাকা আত্মসাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দিতে বিলম্বের কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর এম মোজাফফর হোসেন কোন কারণ উল্লেখ না করে বলেন, আমরা কাজ শুরু করেছি। যত দ্রুত সম্ভব তদন্তের কাজ শেষ করে রিপোর্ট জমা দেয়া হবে।

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।